-: শাক্তপদাবলী :-

১.

সতিনী সরলা নহে, স্বামী যে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহা নাহি কর মনেতে।

⇒ আলোচ্য পঙ্‌ক্তির পদকর্তা হলেন শাক্ত সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

⇒ এই পঙ্‌ক্তিগুচ্ছাবলী সাহিত্যের 'আগমনী' পর্যায়ের একটি সৃষ্টি নন্দন পদ।

⇒ সাধক কবি কমলাকান্ত 'আগমনী' পর্যায়ের এই ছত্রটির মাধ্যমে কন্যার দুঃখে দুঃখী, বেদনার্ত মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণাকাতর রূপটি প্রকাশিত করেছেন সুন্দরভাবে। গিরিরাজের পক্ষে মাতা মেনকার মতো কন্যা উমার মনোজগতের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি, পিতৃসত্তার শিকের মাতে তিনি কন্যাকে সমর্পন করেই নিশ্চিত। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ হয়ে হিমালয়ের পক্ষে নারীমনের বেদনা অনুভব করার সহমর্মিতা তাঁর ছিল না। উমা সতীনের জ্বালায় জর্জরিত এবং তাঁর সতীন সরলা নয়; নিত্য তাঁকে কষ্টদানে পীড়িত করে। উমা যেন কণ্টক শয্যায় শায়িতা। স্বামী মহেশ্বর শ্মশানচারী; ভূত-প্রেত ইত্যাদি নিয়ে শ্মশানে পরিভ্রমণ শীলা; শ্মশানই তাঁর বাসস্থান। অকর্ণ সেবায় মগ্ন; সন্ধ্যাসাধু বিবেকহীন স্বামীর আচরণে উমার জীবনের উষ্ণ যেন বিশুষ্ক হয়ে গেছে। অবলা, অসহায় উমা শান্তির জগৎ থেকে নির্বাসিতা। মেনকা মনে করেন এজগতে নারীর জন্ম কেবল যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে। সংসারের শৃঙ্খলে বদ্ধ নারীজীবন শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক শাসনে-অনুশাসনে পীড়িতা। সাংসারিক ধর্ম নারীজীবনের যে সার্থকতা সতীত্বের উপস্থিতির কারণে নিশ্চিত উমার পক্ষে তার পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া হয় না। মেনকার অভিমান, হিমালয় পিতা হয়েও কন্যার মনোজগতের সংবাদ গ্রহণে অক্ষম। উমার বেদনা যন্ত্রণা ও উপলব্ধির সহমর্মিতা হিমালয়ের নেই বলে যে মেনকার কাছে পাষাণ সদৃশ। মেনকা মনে করেন, হিমালয় পাষাণ বলেই উমার সাংসারিক সুখশান্তির সংবাদ গ্রহণ না করে সহমর্মিত অবস্থা উপলব্ধির কোন চেষ্টা তাঁর নেই।

Scanned with CamScanner

২.

রাখি অমরের মান হরের গরল-পান
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্করে কয়া;
সে অবধি শির-ছায়া বিচ্ছেদ না করে।

⇒ আলোচ্য পদটির পদকর্তা হলেন শাক্তপদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

⇒ এটি শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' পর্যায়ের একটি দৃষ্টিনন্দন পদ।

⇒ উমাকে নেবার জন্য মা মেনকার প্রেরণ ব্যাকুল হওয়ায় মেনকা গিরিরাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে বলছেন যে দিগম্বরে গৌরী দান করে হিমালয় আনন্দে আছেন। মেনকা আরও অভিযোগ করে বলেছেন যে এমন পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়েছেন যার আচরণ পাগলের মত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও মস্তকে জটাভার এবং সর্বোপরি গলায় সাপ দোলে, ধুর্তত্যাগ করে ভিক্ষায়। এই অভিযোগকে মান্যতা দেবার মেনকাকে বোঝানোর জন্য হিমালয় মেনকাকে বলেছেন যে তুমি তো উমার রীতি নীতি বেশভূষা ভাবে জানো। মানি ত্যাগ করে ফণী তবু কিছুক্ষণ বাঁচতে পারে, কিন্তু শূলপানির পক্ষে উমাকে ছাড়া তিলমাত্র সময়ের জন্যও প্রাণ ধারণ করা সম্ভব নয়, দেবতার স্নান করতে গিয়ে শিব গরল পান করেন এবং সেই দারুণ বিষের জ্বালা উমার অঙ্গছায়ায় প্রশমিত হয়। সেই দিন থেকে উমা-শঙ্করের বিচ্ছেদ ঘটেনি।

Scanned with CamScanner

⇒ আসলে কবিকেলাসপ্রান্ত হিমালয়কে স্মরণ করেছেন অষ্টাদশ শতকীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কালে। সেকালে হিমালয় এক অসহায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা স্বীকার হয়েছেন। সে কারণে তিনি মেনকার অনিবার্য অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তাই তাঁকে বন্ধুতর জলধর আশ্রয় নিতে হয়েছে। সর্বোপরি শিব-উমার মধ্যকার যে মধুর সম্পর্ক সেখানে শিব উমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপনে পরিপূর্ণ নয় এই চরম সত্য তিনি পিতা হয়ে উপলব্ধি করেছেন। ফলে উমার প্রেমজগৎ থেকে শিবকে বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য নয় বলেই হিমালয়ের মনে হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৩. ও রাঙা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন দুজনে,
তিলার্ধ বিচ্ছেদ নাহি ধরে॥

তোমার উমার মায়া, নিগুণে সগুণ কায়া,
হৃদয়মাঝে জীব-নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালীতারা নামধরি,
কৃপাকরি পতিতে উদ্ধারে।
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপোতনয়া কুলে, ব্রহ্মময়ী
মা বলে তোমারি মেনকারানি।

⇒ আলোচ্য পঙ্‌ক্তির পদকর্তা হলেন শাক্তসাধক কবি রামপ্রসাদ সেন।

⇒ এটি শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' পর্যায়ের একটি দৃষ্টিনন্দন পদ।

⇒ রামপ্রসাদ বিরচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে গিরিরাজ হিমালয় উমাকে ~~[illegible]~~ এনে মেনকার কাছে সমর্পণ করে বলেছেন যে, তিনি হরের জীবনসর্বস্বকে সমর্পণ করে বলেছেন যে, তিনি হরের জীবনসর্বস্বকে এনেছেন। ত্রিশূলধারী ~~[illegible]~~ শিবকে তুষ্ট করে প্রাণ উমাকে তিনি নিজের পুরে এনেছেন। উমা সামান্য নয়, তাঁকে বিধি-বিষ্ণু-শিব উপাসনা করে, দুজনে উমার রাঙা চরণদুটি হৃদয়ে রাখেন, তিলার্ধ বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। উমার মায়ার বশে জগৎসংসার সৃষ্টি হয়েছে। উমা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় শক্তি, কালীতারা নাম ধারণ করে তিনি পতিতকে উদ্ধার করেন। জীবের অসংখ্য তপস্যার ফলে মেনকার ঘরে উমার আবির্ভাব হয়েছে। কালিকাপুরাণ মতে জানা যায় যে, উমাকে লাভ করার জন্য মেনকা বর্ষের তপস্যা করেছিলেন। সে সময়ে

দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করতেন। সেই সময়ে মেনকা সতীর সখী ছিলেন, তারপর সতীদেহত্যাগ করলে মেনকা সতীকে কন্যারূপে লাভ করার জন্য দেবীর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবী ভগবতী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলে তিনি স্বয়ং তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা ধন্য, তার পুণ্য বাক্যাতীত।

⇒ পরিচিতি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বে এক অপরূপ মহিমায় প্রকাশিত। জীবজগৎ দেবীর কৃপাধন্য, উমা ত্রিগুণাতীত অসীম শক্তি, রজঃ তমো গুণের অতীত। কিন্তু মায়ার বশে তিনি আদ্যা জায়ারূপে ধারণ করে অগুন হয়েছেন। দেবী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডের উদর বা মধ্য স্বরূপ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্রীয় শক্তি; তাঁর গুণের ব্যাখ্যান অসম্ভব, কন্যারূপিণী এই মহামায়াকে দেখবার জন্য মেনকার ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। আসলে মহামায়াই তো জগদীশ্বরী, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী। কমলাকান্তের আলোচ্য পরিচিতি দার্শনিক ও লৌকিক উভয় বৈশিষ্ট্যেই নিরলঙ্কৃত ভাব ভাষায় প্রকাশিত।

Scanned with CamScanner

ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি কারণ তুমি না রহিলে প্রভাত
মলের প্রমাণ যত সে জানাছে তোমার মত -
আপনি হইয়ে হত, বধিবে পরেরি প্রাণ॥

⇒ আলোচ্য পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বাক্য পদবর্জিত হেলাফেলা উচ্চারণ বিরচিত।

⇒ পঙ্‌ক্তি বাক্যপদাবলীর বিন্যাসে পদাংশের ধ্বনি আত্মবিরণ পদ। পদাংশিত হিমালয় জায়া মেনকার গভীর মন্ত্রান ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে।

⇒ নবমী নিশির আগমন জননী মেনকার প্রাণে কি কারণ ব্যথার সৃষ্টি করেছিল আলোচ্য অংশে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পতিগৃহ কৈলাস থেকে উমা পিতৃগৃহে এসেছেন সপ্তমীতে, এসেই তিনি জানিয়েছেন যে দশমী প্রভাতেই তিনি বিজয়া নিয়ে আবার কৈলাসে ফিরে যাবেন। অতএব নবমী রজনী উমার পিতৃগৃহে অবস্থানের শেষ রজনী। জননী মেনকা তাই নবমী নিশিকে সম্বোধন করে আবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছেন, এই নিশি যেন কখনো প্রভাত না হয়,

তাহলেই তাঁকে আর কন্যা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না।

নবমী নিশি অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর, সে জানে এজন্যই যে, সে আসে আনন্দের ছদ্মবেশ পরে, দুর্গানবমীর আবির্ভাবে সকলে উল্লসিত হয়ে পড়ে; অথচ সে গোপনে গোপনে অনাগত কিন্তু অনিবার্য বিসর্জনের আবির্ভাবকে তার বিষণ্ণ দৃষ্টির মতো লুকিয়ে রাখে দশমীর বিচ্ছেদের বিষাদ, নবমী-নিশি কঠোর হৃদয়হীন সে, সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে পরের প্রাণ নেবার জন্য।

এখানে বলার অর্থ নয় যে নবমীর রাত্রি যদি অবসান না হয়, তবে দশমী বা বিজয়া আসে না, ফলে কন্যা বিচ্ছিন্না বাংলাদেশের অগণিত মায়ের কন্যা আগমনীও এতটুকু অবসান শেষ হয় না। কিন্তু নবমী-রাত্রি নিজেকে শেষ করে সেই অর্থে নিঃশেষ করে দেয় বিরহ কাতর বঙ্গজননীর সাধ। আর কন্যাকে ছেড়ে দিতে তারা বাধ্য হন। কন্যা বিচ্ছেদ আশঙ্কায় জননী মেনকার প্রাণ এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে তিনি অনায়াসে সকল বন্ধনীর উপর আহত আঘাত করে বসেন।

৫. মুকুরে হেরিয়া মুখ, উথলিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

⇒ আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটি শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের আদি কবি রামপ্রসাদ সেনের বিরচিত।

⇒ পঙ্‌ক্তিটি শাক্তপদাবলী সাহিত্যের বাল্যলীলা বিষয়ক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

⇒ কবি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে মা মেনকার জবানীতে উমার বয়ান, আবদারের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কন্যা উমার দুষ্টুমি, তার খুনসুটি মা মেনকা আর সহ্য করতে পারেন না। সে সবসময় অভিমান করে, স্তন্যপান করে না; ক্ষীর নবনী সর কিছুই খায় না। রাত্রিতে চাঁদ ধরার জন্য বায়না করে। কেঁদে কেঁদে উমার চোখ ফুলে গেছে। মুখমণ্ডল মলিন, মায়ের পক্ষে উমার এ অবস্থা সহ্য করা অসম্ভব। আমার সঙ্গে খেলতে চায় না। এমনকি চাঁদ ধরা যায় না এ কথা বললে ভূষণ ফেলে আঘাত মারে। এই অবস্থায় গিরিরাজ হিমালয় গৌরীকে কোলে নিয়ে আদর করে মুকুরে অর্থাৎ আয়না গৌরীর হাতে দিয়ে চাঁদ দেখতে বলেন। মুকুরে মুখ দেখে গৌরীর আনন্দের সীমা থাকে না। আর তখনই গৌরীর মুখটি

Scanned with CamScanner

যেটি চন্দ্রের থেকেও সুন্দরতম অর্থাৎ যেটি চন্দ্রের শোভাকে ম্লান করে দেয় তাঁর মুখশ্রীর শোভা সৌন্দর্য। এই কলিটির কথা কবি রামপ্রসাদ নিপুন তুলিতে সমান তুলে ধরেছেন।

⇒ রামপ্রসাদ সেনের 'বাল্যলীলা' পদটি একটি একটি দৃষ্টিনন্দন পদ। বাঙালী সমাজে চিরন্তন বাল্যশিশুদের প্রতিনিধি করে বালক উমাকে তিনি সমাজে উপস্থাপিত করেছেন। শিশুসুলভ চাহিদা, প্রত্যাশার অনুরূপে মোহ, পিতা মাতার প্রতি অভিযোগ-অভিমান সর্বোপরি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি নিপুন দক্ষতায় পদকর্তা সমাজে চিত্রিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।
যদি এসে মৃত্যুদূত, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো লড়াই, জামাই বলে মানব না।

⇒ আলোচ্য পদটি বাক্‌পটুতালীর অন্তর্গত আগমনী পর্যায়ের একটি দুর্লভ নন্দন পদ।

⇒ আলোচ্য অংশটির পদকর্তা হলেন বাক্‌পটুতালীর অন্যতম রামপ্রসাদ সেন।

⇒ আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি রামপ্রসাদ বাঙালি মায়ের চিরন্তনীন কামনার কথা ব্যক্ত করেছেন। পদটিতে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বহুপত্নীক স্বামীর ঘরে অক্ষম বর্ষীয়সী কন্যাকে দান করতে হতো বলে স্বভাবতই মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে যেতো। উদ্বেগে- উৎকণ্ঠায় মায়ের দিন অতিবাহিত হতো। উমাকে শিবের হাতে সমর্পণ করে মা মেনকার চিন্তার অবধি ছিল না। যেহেতু উমাতো শিবের একমাত্র পত্নী নয়; শিবের অন্যান্য পত্নী বিদ্যমান। সুতরাং উমা শিবের স্ত্রীর আদৌ আদরণীয় ছিল কি না সে সম্পর্কে জননীর অন্তরে সংশয় ছিল। তাছাড়া শিব আবার সংসারানুরক্ত নয়, সে শ্মশানে নিত্য ভ্রমণশীল। উমার এই দুঃখ, স্বামীর উদাসীনতা ও সাংসারিক অস্বচ্ছলতা মায়ের প্রাণে সহ্য করা সম্ভব নয় বলে মেনকা উমাকে আর

পতিগৃহে পাঠাতে চান না। উমার গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ কষ্ট মা মেনকার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় বলে তিনি উমাকে শিবগৃহে প্রেরণ করতে চান না। পরিণতে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের চিরকালীন স্নেহব্যাকুলতার কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে।

Scanned with CamScanner

৭. বিজয়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গনেশ মাতা, ডাকে বার বার।
তব স্নেহ হে পাষাণ, এ স্নেহে পাষাণপ্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিচার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।

⇒ আলোচ্য পদটি শাক্তপদাবলী সাহিত্যের রূপকার, গেয়শ্রেষ্ঠী - আদি গায়ক, হরিদ্বার কবি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত।

⇒ এটি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত শাক্তপদাবলী সাহিত্যের 'বিজয়া' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

⇒ রামপ্রসাদ সেন বিরচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতা মেনকার অপরিসীম অন্তর ব্যাকুলতা অপরূপ ছন্দে রূপায়িত হয়েছে। শিবের নুতি যেন এখানে প্রত্যক্ষ গোচর। স্বয়ং শিব তাঁর স্ত্রী উমাকে নিয়ে মাবার জন্যে শুভ উপস্থিত হননি — দ্বারে ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে উপবেশন করেছেন। তিনি গনেশ জননীর উদ্দেশ্যে ঘন ঘন হাঁক পাড়ছেন। শিবের সেই হুঙ্কারে মেনকার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। উমাকে বিদায় দিতেই হবে — কারণ, কন্যা পরের ধন; তাকে বিদায় না দিয়ে উপায় নেই। পরম নির্মম সত্য এই

যে কন্যা পরের বলে তার উপর জোর খাটানো যাবে না। কবি একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে মেনকার এই মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন — সফল চকোরীর পক্ষে যেমন চন্দ্রালোকের প্রত্যাশা করা দুরাশা, তেমনি বিজয়ার প্রতিও কন্যাকে কাছে রাখার প্রত্যাশা পূর্ণ হবার নয়।

⇒ আলোচ্য পঙ্‌ক্তিতে একটি গৃহ দর্শনীয় রূপটিই প্রকাশিত। শিবের আগমনের ক্ষেত্রে পরম্পরা যখন 'গণেশ-মাতা' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন বাঙালির গার্হস্থ্য চিত্রও প্রকাশিত হয়। উমা এখানে সন্তানের জননী রূপে প্রকাশিত, অর্থাৎ সমাজে নারীর স্থানটিও আলোচ্য পাঠে অভিব্যক্ত, বিচ্ছিন্ন ভেবে নারী শুধুরূপে নয়, উমা মাতৃরূপে উদ্ভাসিত। শিবকে মহাকালরূপেও একটি রূপে প্রকাশিত। মহাকালের বিশালতায় মানবজীবনের সামগ্রিক সুখদুঃখ প্রকাশিত। মানব জীবন নানামানবিক অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। মানবজীবনের ক্ষণস্থায়ী সীমিতরূপের মধ্যে শিবরূপী মহাকালের আবির্ভাবের ফলে জীবনের ক্ষেত্রে বৃহত্তরের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। শিবের ডমরুধ্বনি মানবজীবনের সমস্তর সীমিত বলয়ের প্রতি এক নির্মম

উদাসীন। কন্যার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা যেমন সত্য, তেমনি বিবাহোত্তর জীবনে কন্যার স্থান যে স্বামীগৃহে এই নির্মম সত্যটি পিতার অন্তরখানিতে আভাসিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner